দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

মাদরাসা শিক্ষার অস্তিত্বের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় অপরিহার্য

হাম্মদ ঈসা শাহেদী

লাদেশে আলিয়া নেসাবভুক্ত সোয়া দু'শ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাসা শিক্ষা বর্তমানে অস্তিত্বের সঙ্কটে নিমজ্জিত। ১৭৮১ ল বৃটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা মানের ন্যায় এতো গভীর ও জটিল আকারে অস্তিত্বের সঙ্কটে র পড়েনি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের ন্তের পর এই সঙ্কট এখন প্রকট আকারে সবার সামনে গশ হয়ে পড়েছে।

তীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত রিপোর্টে দেখা ।, সরকার সমগ্র দেশবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি চরম অবজ্ঞা র্শন করেছে। মাদরাসার ফাজিল ও কামিল স্তরকে ডিগ্রী ও টার্স-এর মান দেয়ার জন্য একটি এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ভিভাবকগণ দীর্ঘদিন হতে দাবী জানিয়ে আসছে। এই দাবী ন জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকার এই দাবীর ত কোন তোয়াক্কা না করে যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে, র ফলে আলিয়া নেসাবের মাদরাসা শিক্ষা অতীতের নিউ স্কীম তির মাদরাসার ন্যায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মন্ত্রিসভা কমিটি সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সারকথা হচ্ছে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিদ্যালয় নয়, বরং মাদরাসার ফাযিল ও কামিলকে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হবে। তবে সব ফাযিল কামিল দরাসাও নয়; বঁরং কয়েকটি ফাযিল ও কামিল মাদরাসাকে যিলের (বি-এ. মানের) পাস কোর্স খোলার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের কাছে আবেদনের অনুমতি দেয়া হবে। তার মানে ায় বর্তমানের ১১১৮টি ফাযিল ও কামিল মাদরাসা বাদ যাবে, প্ত বিস্মৃত হয়ে যাবে। তা থেকে বড়জোরে ৬৪টি মাদরাসাকে যিল স্তরে বি-এ পাস কোর্স খোলার অনুমতি চাওয়ার সুযোগ য়া হবে। তাতে সিলেবাস ও কারিকুলাম নির্ধারণ করবে জাতীয় বিদ্যালয়, স্টাফ প্যাটার্নও হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছক যায়ী। শিক্ষকের মান নির্ণয়ও করবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। লাদা উপযুক্ত ক্যাম্পাস ও পর্যাপ্ত ছাত্র সংখ্যা আছে কিনা খেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বি-এ কোর্স খোলার অনুমতি বে। অনার্স কোর্স খোলা হবে আরও পরে। এতে প্রতীয়মান যে, বর্তমান ফাযিল কামিল শ্রেণী ও মাদরাসাগুলোর উন্নয়নের ঙ্গ বাদ দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে নতুন আঙ্গিকে য়কটি মাদরাসাকে ফাযিল খোলার অনুমতি দেয়া হবে– যার বাত পরিণাম হচ্ছে দেশের বর্তমান ১১১৮টি ফাযিল কামিল দরাসার বিলুপ্তি। সচেতন লোকেরা জানেন যে, বর্তমানে ছাত্র-ত্রীরা বি-এ পাস কোর্সে পড়তে আগ্রহী নয়, সবাই চায় বি-এ নার্সে ভর্তি হতে, কারণ এর ভবিষ্যত আছে। বি-এ পাস কোর্স ন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী কিংবা বেকার বা অন্য কোথাও সুযোগ য়নি এমন ছাত্র-ছাত্রীদের কোন মতে ডিগ্রী নেয়ার একটা বস্থার রূপ নিয়েছে। ফলে মাদরাসায় ফাযিল স্তরে অনার্স চালুর রিবর্তে বি-এ পাস কোর্স চালুর চিন্তাও এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু র মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র বলে আমরা মনে করি।

মাদরাসা শিক্ষা মুসলিম সমাজ ও ইসলামের ধমনীর সাথে তুলনীয়। কাজেই মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কোন মুসলমান নীরব বসে থাকতে পারে না। এটি আমাদের ঈমান ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র। এ কারণে সকল ইসলামী সংগঠন, সংস্থা, পীর-মাশায়েখ ও আপামর জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত। বিশেষ করে

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

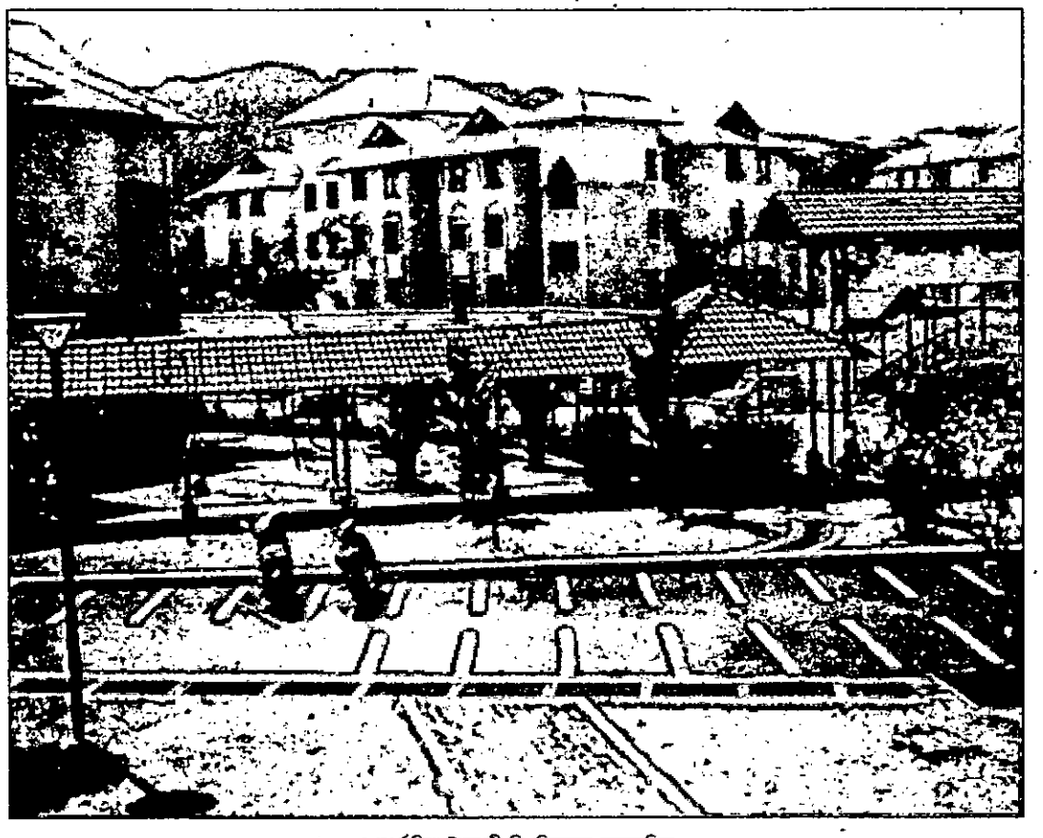

মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক ওলামা-মাশায়েখ এবং যারা অকাতরে দান-খয়রাত দিয়ে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছেন, তাদের উচিত যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে,এই জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা। কেউ কেউ হয়তো মনে করছেন যে, সব মাদরাসা বাদ হয়ে গেলেও দলীয় খুঁটির জোরে অন্তত আমাদের মাদরাসাটি টিকে থাকবে। অথবা কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন যে, ফাযিল-কামিল বন্ধ হয়ে গেলেও দাখিল ও আলিম মাদরাসাগুলো টিকে থাকবে। আমরা সবিনয়ে বলতে চাই যে, একটি মানুষের মাথা কেটে ফেললে যেমন দেহ আর থাকে না, লাশ হয়ে পড়ে, তেমনি ফাযিল-কামিল স্তর বিলুপ্ত হলে অচিরেই আলিম ও দাখিল মাদরাসাগুলো স্কুল ও কলেজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এর প্রমাণ অতীতের নিউ স্কীম মাদ্রাসা, ১৯১৪-১৫ সালে যখন আলিয়া নেসাবের মাদরাসায় নিউ স্কীম চালু করা হয়, তখন বলা হয়েছিল যে ফাযিল -কামিলের জন্য আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। মূলতঃ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা ও দাবীর উৎপত্তি এখান থেকেই। সিলেটের আবু নসর ওয়াহিদ সাহেবের মতো পণ্ডিতবর্গের উদ্যোগে নিউ স্কীম চালু হবার পর পরবর্তীতে বলা হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আলাদা আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে, কাজেই যারা উচ্চস্তরে মাদরাসার শিক্ষায় অধ্যয়ন করতে চায়, তাদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি খোলা হবে। তারা সেখানে গিয়ে পড়াশুনা করবে। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র ফ্যাকাল্টির পরিবর্তে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটিই খোলা হয়। এর ফলে নিউ স্কীম মাদরাসার মস্তকগুলো চলে যায় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে আর মস্তকহীন দেহটি চলতে থাকে হাই মাদরাসা নামধারণ করে। ১৯৫৭ সালে এসে তৎকালীন সরকার এসব হাই মাদরাসাকে সাধারণ শিক্ষায় একীভূত করে দেয়। মরহুম ড. সিরাজুল হকের একটি প্রবন্ধের তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে এ ধরনের নিউ স্কীম মাদরাসার সংখ্যা ছিল ১০৭৪টি। এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বর্তমান সাক্ষী হচ্ছে ঢাকার সরকারী কবি নজরুল কলেজ, চট্টগ্রামের মহসিন কলেজ, ভোলার এ রব হাই স্কুল, রাজশাহী হাই মাদরাসা, জয়পুরহাটে তেঘর হাই স্কুল, ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজ, কুমিল্লার সামাদ একাডেমী, দিনাজপুর হাই মাদরাসা প্রভৃতি। যেগুলো একসময় মাদরাসা ছিল। পরে নিউ স্কীমের পাল্লায় পড়ে স্কুল কলেজে পরিণত হয়। এত বড় একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস সামনে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী রাজনীতির ধ্বজাধারী একটি দল কিভাবে বর্তমানে ফাযিল-কামিল মাদরাসাগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে ধ্বংস করার জন্য তদবীর চালাতে পারে ভাবতেই অবাক লাগে। দেশে চিকিৎসাবিদ্যার জন্য মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং -এর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, সমরবিদ্যার জন্য সামরিক একাডেমী, কৃষির জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বাধা কিসের? সরকার ইতিমধ্যে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অনুমোদন দিয়েছে। অথচ দেশের বৃহত্তর মুসলিম সমাজের এই দাবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে চলছে এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে একটি মহলকে খুশি করার জন্য এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে চরম আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। যার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তারাও এর হাত থেকে রেহাই পাবেন না। আল্লাহ, মু'মিন মুসলমানগণ এবং ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রস্তাব হলো ঃ

আমাদের দ্বীন, ঈমান, ঐতিহ্য চেতনা ও জাতিসত্তার প্রয়োজনে মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

মাদরাসার ফাযিল-কামিলের অধিভুক্ত ও মান প্রদানের জন্য অবিলম্বে পৃথক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বর্তমান ফাযিল-কামিলের শিক্ষকবৃন্দের মানোন্নয়নের জন্য মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফাযিল ও কামিলে বর্তমানে প্রধান চারটি বিষয় হাদীস, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের সিলেবাসকে অনার্স সিস্টেমে বিন্যস্ত করতে হবে এবং বি-এ পাস কোর্সের বদলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পদ্ধতি অনুসারে অনার্সকে সাজাতে হবে। মাদ্রাসায় ধর্মীয় অঙ্গনের পবিত্রতার আবহ সংরক্ষণের স্বার্থে পুরুষ মাদ্রাসাগুলোতে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করতে হবে।